বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মামলা নং- ০৭/২০২০

বাদী : জনাব পরিতোষ কান্তি সাহা
সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ লবণ মিল মালিক গ্রুপ
১২ নং ওল্ড ব্যাংক রোড, লাইসেন্স নং-৮, জে.এস.সি-৩৪, নারায়ণগঞ্জ।

বনাম

মূল বিবাদী :

১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

২। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। সভাপতি এবং অতিরিক্ত সচিব, লবণের জাতীয় চাহিদা নির্ধারণ কমিটি, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) বিসিক ভবন, ৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

৫। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) প্লট নং-ই-৬/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

মোকাবেলা বিবাদী :

৭। -------------

৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন (১০ ও ১২ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

৯। প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) ৬০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

১০। সভাপতি, কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) বাড়ী নং-৮/৬ (১ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

চূড়ান্ত আদেশের তারিখ : **২৯-০৮-২০২২ খ্রিঃ**

কমিশন :

১। জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
২। জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৩। ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন;
৪। জনাব নাসরিন বেগম, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

চলমান পৃষ্ঠা-২

বর্ণিত প্রেক্ষাপট, সার্বিক পরিস্থিতি, আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১, জাতীয় লবণ নীতি, ২০২২ এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর বিধানাবলী বিশ্লেষণে কমিশন নিম্নরূপ চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেন:

চূড়ান্ত আদেশ

"১। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৭, ধারা ৮ এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ) এর সহিত পঠিতব্য, এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোক্তার এবং বাজারে প্রতিযোগিতার স্বার্থ রক্ষার্থে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার ও বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আদেশ নং ৩-৯ এ বর্ণিত পরামর্শ প্রদান সাপেক্ষে মামলাটি ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯ এবং ১০ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং ৩নং বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে আংশিকভাবে মঞ্জুরক্রমে নিষ্পত্তি করা হলো।

২। বাদীর প্রার্থীত প্রতিকারের ক্রমিক নং (i), (ii) এবং (iii) ইতোমধ্যে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক-

(ক) আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ০৮ নং আইন) প্রণয়ন করার মাধ্যমে;

(খ) আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এর বিধান অনুসারে জাতীয় লবণ কমিটি গঠন করার মাধ্যমে;

(গ) ২ মার্চ, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় লবণ নীতি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশ করার মাধ্যমে;

(ঘ) ২০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে এস.আর.ও নম্বর ৯২-আইন/২০২২ মূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ জারি করার মাধ্যমে;

(ঙ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সোডিয়াম সালফেট আমদানিতে মোট শুল্ক কর ভার বা Total Tax Incidence (TTI) ৮৯.৩২% এবং বোল্ডার লবণ আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর হার বা Total Tax Incidence (TTI) ৮৯.৩২% নির্ধারণের মাধ্যমে বোল্ডার লবণ আমদানিতে শুল্ক এর তারতম্য সমন্বয় করার মাধ্যমে

সংশোধিত এবং পরিবর্তিত আকারে নতুনভাবে প্রণীত ও জারি হয়েছে বিধায় উহাদের উপর বিবেচ্য মামলায় আদেশ প্রদানের কোন আবশ্যকতা নেই।

৩। শুনানিতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সোডিয়াম সালফেট (Na_2So_4) আমদানি করছে প্রায় **২৭১০ টি** শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ সোডিয়াম সালফেট প্রয়োজন, কি পরিমাণ আমদানি হয়, কি পরিমাণ অব্যবহৃত থাকে এবং কি পরিমাণ অব্যবহৃত সোডিয়াম সালফেট বাজারে খাবারের লবণের সঙ্গে ভেজাল হিসেবে মেশানো হচ্ছে, ইত্যাদি তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪। বাদী বিদেশ থেকে ভোজ্য লবণ (NaCl) আমদানির সুযোগ রাখার বিষয়ে শুনানিকালে প্রতিকার চেয়েছে। লবণ আমদানির সঙ্গে দেশীয় লবণ শিল্পের সুরক্ষা এবং লবণ চাষী ও ভোক্তাদের স্বার্থের বিষয়টি সম্পৃক্ত।

ভোজ্য লবণের বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে দেশে ভোজ্য লবণের প্রকৃত চাহিদা, উৎপাদন ও ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন বিধায় ভোজ্য লবণের ঘাটতি থাকলে তা পূরণের জন্য আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এবং জাতীয় লবণ নীতি, ২০২২ অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয় যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

চলমান পৃষ্ঠা-৩

৫। বাজারের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লবণের প্যাকেটে আয়োডিনের স্বল্পতা সম্পর্কিত অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে-

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয় প্রথমত একটি ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে বাজারের সকল ব্র্যান্ডের ভোজ্য লবণের আয়োডিন পরীক্ষা সম্পন্ন করে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ এর ধারা ১০ অনুযায়ী লবণের জাতীয় মান-মাত্রা নির্ধারণ এবং নিশ্চিতকরণের বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে পারে;

(খ) বাজারে সকল প্রকার ভোজ্য লবণে সোডিয়াম সালফেট (Na_2So_4) সহ অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিয়মিত নমুনা পরীক্ষা করতে পারে।

৬। সরকার অনুমোদিত পরীক্ষাগারের মাধ্যমে আমদানিকৃত লবণের নমুনা খালাসের পূর্বে পরীক্ষা করার বিষয়টি স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করতে পারে।

৭। শুনানিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে লবণ চাষের জন্য মোট উৎপাদন খরচের প্রায় ৬০% খরচ হয় জমি ভাড়া বাবদ। অভিযোগ অনুযায়ী ২০১১ সনে প্রতি একর জমির ভাড়া ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা (কম-বেশি) থেকে বর্তমানে তা প্রতি একরে প্রায় ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণ চাষের জমি ভাড়া প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক প্রকার মধ্যস্বত্বভোগী জড়িত থাকায় প্রকৃত লবণ চাষীদেরকে অনেক বেশি ভাড়ায় জমি নেয়ার কারণে লবণের উৎপাদন খরচ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

বর্ণিত কারণে লবণের উৎপাদন খরচ কমানো, লবণ চাষীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা এবং ভোক্তাদেরকে সাশ্রয়ীমূল্যে লবণ কেনার সুযোগ দেয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারে।

৮। লবণ চাষের জমি সংরক্ষণপূর্বক যৌক্তিক মূল্যে প্রকৃত লবণ চাষীদের বরাবরে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলাসহ উপকূলীয় অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৯। লবণের বাজারে সুষম প্রতিযোগিতা এবং ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষার্থে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, অনিয়ম, যদি থাকে, ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন সময়ে সময়ে কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, কর্তৃপক্ষ এবং বোর্ডকে অবহিত করবে।

আদেশের উদ্ধৃতাংশ পক্ষবৃন্দসহ সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলা প্রশাসক এর বরাবরে প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হোক।"

স্বাক্ষরিত/- ২৯/০৮/২০২২ খ্রিঃ নাসরিন বেগম সদস্য	স্বাক্ষরিত/- ২৯/০৮/২০২২ খ্রিঃ ড. এ এফ এম মনজুর কাদির সদস্য	স্বাক্ষরিত/- ২৯/০৮/২০২২ খ্রিঃ জি. এম. সালেহ উদ্দিন সদস্য	স্বাক্ষরিত/- ২৯/০৮/২০২২ খ্রিঃ মোঃ মফিজুল ইসলাম চেয়ারপার্সন